[redacted]

[redacted]

তেঁতুলবাড়িয়া বিজিবি ক্যাম্পের কমান্ডার সুবেদার হাবিবুর রহমান আরও বলেন, “অবৈধ কোনো অনুপ্রবেশ কিংবা পুশইন মেনে নেওয়া হবে না।”

গাংনীর কাথুলী সীমান্তে নারী- শিশুসহ ১৪ বাংলাদেশিকে পুশব্যাক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী সীমান্ত দিয়ে নারী-পুরুষ ও শিশুসহ ১৪ জনকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

শনিবার (১৮ অক্টোবর) সকালে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কাথুলী বিওপির সীমান্ত এলাকার আনুমানিক ১০০ গজ ভেতরে সীমানারেখার ১৩৩/৩ এস পিলারের অভ্যন্তর দিয়ে ১৪ জনকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

বিজিবির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায়, পুশ ইন হওয়া ব্যক্তিদের বাড়ি ঠাকুরগাঁও জেলায়। তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে দালালের মাধ্যমে ভারতে প্রবেশ করেছিল। আটক পূর্বে আসাম রাজ্যের তেইমপুর ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার অনোজ কুমার তাদের পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বাংলাদেশে হস্তান্তর করেন। এদের মধ্যে ৬ জন পুরুষ, ৪ জন নারী ও ৪ জন শিশু রয়েছে।

বিজিবির কাছে হস্তান্তরকৃত বাংলাদেশিরা হলেন ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী থানার জেলেল বস্তির গ্রামের মৃত আলাউদ্দিনের ছেলে হানিফুর রহমান (৩৮), তার স্ত্রী লুৎফা খাতুন (২৮), মেয়ে হাবিবা খাতুন (১২), আলিয়া খাতুন (১.৫), ছেলে হাবিবুল্লাহ (০৫); একই এলাকার খাদেমগঞ্জ গ্রামের মৃত কলিম উদ্দিনের ছেলে বাবুল (৫০), তার স্ত্রী আফরোজা খাতুন (৪৩), মেয়ে লাভলী খাতুন (২৫), শবনম খাতুন (১৯), ছেলে সাদ্দাম হোসেন (২৪); বেউরঝাকী গ্রামের আজগর আলীর ছেলে তারিকুল ইসলাম (২৮); রত্নাই গ্রামের ধুনিবুলা

মোহাম্মদের ছেলে আজিজুল হক (৪৫) এবং লক্ষহাট গ্রামের আব্দুল লতিবের ছেলে হাতেম (৫২)।

হানিফুর রহমান জানান, তিন বছর আগে জীবিকার তাগিদে পানিপথ দিয়ে দালালের মাধ্যমে ভারতে গিয়েছিলাম। আসাম রাজ্যের হরিয়ানাতে পাপোস তৈরির কারখানায় কাজ করতাম। গত মাসের ২১ তারিখে ভারতের পুলিশ আমাদের আটক করে। এরপর পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিএসএফ আমাদের বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বনি ইসরাইল জানান, আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

ঝিনাইদহে নারী-শিশু ধর্ষণের প্রতিবাদ ও দোষীদের শাস্তির দাবীতে মানববন্ধন

মাগুরায় ৮ বছরের শিশু আছিয়াসহ সারাদেশে নারী-শিশু ধর্ষণের প্রতিবাদ ও দোষীদের শাস্তির দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

সোমবার সকালে শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে ওয়েলফেয়ার এফোর্টস নামের এক সংগঠন। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনটির নেতৃবৃন্দ, মানবাধিকার কর্মীসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে মানবাধিকার ডিফেন্ডার ফোরামের সভাপতি আমিনুর রহমান টুকু, সাধারণ সম্পাদক শরিফা খাতুন, মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা সদর উপজেলা শাখার সভাপতি আহম্মদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক বাবলু কুমার কুন্ডু, তরুন দলের সদস্য শারমিন আক্তার ইমু, গোল্ডেন ওয়েলফেয়ারের নির্বাহী পরিচালক চন্দন বসু মুক্তসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, দেশের বিভিন্ন স্থানে নারী ও শিশুরা

প্রতিনিয়ত ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এসব বর্বর ঘটনার সুষ্ঠু বিচার না হওয়ায় অপরাধীরা আরও সাহস পাচ্ছে। তারা দ্রুত বিচার আইনের মাধ্যমে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

সেই সঙ্গে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও আইনের যথাযথ প্রয়োগের ওপর জোর দেন বক্তারা।